ÔAwg Ab`vb PvBwQ bv, ïa cK‡íi Ab‡gv`b PvBwQ| †mUv †Zv w`‡Z n‡eÕ

এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী

†gqi , PÆMvg wmwU K‡cv‡ikb

সুমি খান চট্টগ্রাম থেকে

ছাত্রজীবন থেকেই রাজনীতি ছিল মহিউদ্দিন আহমদ চৌধুরীর ধ্যান-জ্ঞান। বাবা হোসেন আহমদ চৌধুরী রেলওয়ের সাধারণ কর্মচারী ছিলেন। সে সুবাদে ছিলেন উত্তপ্ত রাজপথের বিপ্লবী শ্রমিক নেতা। সেখান থেকে মূল ধারার রাজনীতিতে। রাজনীতির জন্য মায়ের গয়নাও বিক্রি করেছেন। রাজনীতিকে তিনি দেখেছেন ও বিশ্বাস করেছেন মানবসেবার মাধ্যম হিসেবে। তাঁর সে প্রয়াস যে বিফলে যায়নি তার সর্বশেষ প্রমাণ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র হিসেবে তৃতীয়বারের মতো নির্বাচিত হওয়া।

পলিটেকনিকের ছাত্র মহিউদ্দিনের ছাত্র রাজনীতিতে হাতেখড়ি মূলত '৬২-র শিক্ষা আন্দোলন থেকে। এরপর '৬৬-র ছয় দফা আন্দোলন এবং '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের পর সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন রাজনীতিতে। পাসকোর্সে বিএ পাস করে ইতিহাসে মাস্টার্সে ভর্তি হলেও পড়ালেখার পালা আনুষ্ঠানিকভাবে চুকাতে পারেননি। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে পাক সেনাবাহিনী আটক করে। উন্মাদ ভেবে জুন-জুলাইয়ের দিকে ছেড়ে দেয়া হয়। ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধু হত্যার পর পলাতক মহিউদ্দিন মা বেদৌরা খাতুনের মৃত্যুর পর শেষ দেখা দেখতে পাননি। পরে মায়ের কবরে গিয়ে এক মুঠো মাটি দিয়ে এসেছেন লুকিয়ে। এরপর দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। বেশ কয়েক বছর কোলকাতা সিটি কর্পোরেশনে আবর্জনার গাড়িতে ২০০ টাকা বেতনে চাকরি করেন। টুঙ্গীপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর কবরে ইটের গাঁথুনি দিয়েছেন মহিউদ্দিন চৌধুরী। গোপালগঞ্জ থেকে ঠেলাগাড়িতে করে ইট, বালি, সিমেন্ট এনে নিজ হাতে কবর বাঁধাই করেছেন এ নেতা। দেশে ফিরে প্রথম কাজ ছিল তার জাতির পিতার কবর সুরক্ষা করা। যা তিনি নিজে কখনোই বলেননি।

প্রথম নির্বাচিত মেয়র

এ ধরনের সংগ্রামমুখর জীবন নিয়ে রাজনীতির এই মানুষটি আলোচনায় উঠে আসেন ১৯৯৪ সালে চট্টগ্রামের সিটি কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচিত মেয়র হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর। ১৯৯৫-৯৬ সময়কালে আওয়ামী লীগের অসহযোগ আন্দোলনে চট্টগ্রামে তিনিই ছিলেন মূল চালক। সে সময় অবশ্য আন্দোলনের নামে জ্বালাও-পোড়াও, ভাঙচুর, অবরোধ ও চট্টগ্রাম বন্দর নিষ্ক্রিয় করে দেয়ার মধ্য দিয়ে তাঁর একটি নেতিবাচক ইমেজও গড়ে ওঠে। পরিস্থিতির পরিবর্তন হয় ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর। এরপর থেকে ক্রমাগত চট্টগ্রামের উন্নয়নে সর্বাত্মক কাজ করে বন্দরনগরীকে দেশের মধ্যে পরিচ্ছন্নতম ও সুশৃঙ্খল শহরে পরিণত করেন তিনি। চট্টগ্রাম মহানগরীর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় এলাকা নিয়ে ৬০ বর্গমাইল সিটি কর্পোরেশন এলাকা। অথচ গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থেকেও চট্টগ্রামের কোনো তিন সাংসদ কোনো একজন বিগত দিনগুলোয় তেমন কোনো উন্নয়ন কার্যক্রম দেখাতে পারেননি। সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী সাংসদ হিসেবে দলীয় কার্যক্রম ছাড়া এলাকার কোনো উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেননি। পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোর্শেদ খান এবং মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রী আব্দুল্লাহ আল নোমানের ক্ষেত্রেও একই অভিযোগ এলাকাবাসীর। অন্যদিকে তেমন কোনো সরকারি সুবিধা গ্রহণ না করে ও কোনো অনুদান না নিয়েও আয়বর্ধক বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে তোলা হয়েছে সিটি কর্পোরেশনকে। দু-একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত ৪১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২০০৪ সালের পাসের হার ৮৫%। ৫৬ জন ছাত্রছাত্রী জিপিএ-৫, ১৪১৭ ছাত্রছাত্রী জিপিএ ৪.৫-এর বেশি নম্বর পেয়ে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। উল্লেখ্য, ২০০৩-এর ৪টি মেধা বৃত্তিসহ ৭ ছাত্রছাত্রী সরকারি জুনিয়র বৃত্তি লাভ করে। ২০০৪ সালে ১৪টি মেধাবৃত্তিসহ ৩৬ জন ছাত্রছাত্রী জুনিয়র বৃত্তিলাভ করে। প্রতিটি মাধ্যমিক স্কুলের প্রতিটি ক্লাসের তিনজন কৃতী ছাত্রছাত্রীকে বছরের শুরুতে বিনামূল্যে একসেট পাঠ্যবই দেন মেয়র নিজে। এছাড়া গরিব ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যবই দেয়া হয়। সিটি কর্পোরেশন সুইপারদের নাম দিয়েছেন তিনি 'সেবক'। সেবক কলোনিতে শিক্ষাকেন্দ্র

> **'আমার ধৈর্য আছে, মনোবল আছে, আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনকে বলি- আমি যেন চিন্তা, চেতনা, মানসিকতা মানবকল্যাণে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিজেকে সঁপে দিতে পারি। আমি মানুষের কাতারে ছিলাম- জনগণ তার মর্যাদা দিয়েছে। আমার পোস্টার ছাপিনি। শেষ মুহূর্তে কে ছেপেছে জানি না...'**

স্থাপন করেছেন। কর্পোরেশন পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দক্ষ, মেধাবী শিক্ষক নিয়োগে অনুসরণ করেন কঠোর গোপনীয়তা। শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে। বেতনের ক্ষেত্রে পরবর্তী মাসের প্রথম শুক্রবার হলে ৩০ তারিখেই পেয়ে যান শিক্ষকেরা। বর্তমান শিক্ষা কর্মকর্তা অধ্যাপক সালেহ জহুর বিএনপিদলীয় মতধারার। নগরীর গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত টয়লেট স্থাপন করা হয়েছে ৪টি। পরিকল্পনা আছে আরো কয়েকটির।

'তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশের একজন নাগরিক হিসেবে আমরা হঠকারী রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষমতার দাপটে অভ্যস্ত। জন্মগত অধিকার স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থান কেবল বইয়েই পড়তে অভ্যস্ত। বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী'- 'বললেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বিএনপি নেতা।

এবারের দাবি সিটি গভর্নমেন্ট

তৃতীয়বার মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পর মহিউদ্দিন চৌধুরী এখন কাজে নামতে যাচ্ছেন সিটি গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠার জন্য। এতে বলা হয়েছে নগরীর বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ ও পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নগরীর সরকারি, আধা-সরকারি সেবা সংস্থাসমূহকে একটি বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান তথা সিটি কর্পোরেশনের অধীনে আনা হবে। কর্পোরেশনের আওতায় ৬০ বর্গমাইল থেকে ১২০ বর্গমাইলে উন্নীত করা হবে। সম্প্রসারিত এলাকায় অবকাঠামোগত বৃদ্ধি ও উন্নয়নের মাধ্যমে নাগরিক সুবিধা সুনিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত হোল্ডিং ট্যাক্স ধার্য হবে না। ঝুলন্ত ব্রিজ কর্ণফুলীকে রক্ষার জন্যে মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরী Build Operate Terminate পদ্ধতিতে এ সেতু অথবা চ্যানেল তৈরির কথা জানিয়েছেন। নগরীর তীব্র পানি সংকট নিরসনে Surface water Treatment Plant বাস্তবায়ন করে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে চান। ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ১৪ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি পাওয়ার প্লান্ট থেকে পরীক্ষামূলকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। নগরীর অব্যাহত লোডশেডিং ও বিদ্যুৎ সংকট নিরসনে এভাবে আরো পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণ করা হবে। গত দশ বছরে কোনো হোল্ডিং ট্যাক্স বাড়েনি বরং কাঁচা ঘরের হোল্ডিং ট্যাক্স মওকুফের সিদ্ধান্ত বহাল রেখে হোল্ডিং ট্যাক্স আরো ১% কমানোর অঙ্গীকার করেছেন। বস্তি এলাকায় হোম ডেলিভারি সার্ভিসের মাধ্যমে প্রসূতিসেবা দেয়া হবে সমন্বিত টিমের মাধ্যমে। পাহাড়তলীতে অত্যাধুনিক ওষুধ উৎপন্নকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেশে প্রথম আবর্জনা থেকে জ্বালানি কাঠ, গ্যাস ও সার উৎপাদনের 'সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান্ট'। পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ে স্থাপিত এই প্রকল্পের মতো আরো কয়েকটি স্থাপনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে কম খরচে আবাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে আধুনিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাসহ নগরীর ছিন্নমূল বাস্তুহারা জনগণকে পর্যায়ক্রমে পুনর্বাসনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। নগরীর যানজট নিরসনে এবং যাতায়াত সহজ করার জন্যে 'সিআরবি' পর্যন্ত 'সিটি সার্কুলার ট্রেন' চালু, বহদ্দারহাট থেকে সিইপিজেড 'ফ্লাইওভার' নির্মাণ, বিদেশী পর্যটকদের জন্যে টাইগার পাস হিলে অত্যাধুনিক ফাইভ স্টার হোটেল নির্মাণের অঙ্গীকার করেছেন মেয়র। তালিকা অনেক দীর্ঘ এবং কোনো কোনোটির যৌক্তিকতা হয়তো প্রশ্নসাপেক্ষও বটে। এসব বিষয় সামনে রেখেই গত ১২ মে সকালে সাপ্তাহিক ২০০০-এর মুখোমুখি হয়েছিলেন মহিউদ্দিন চৌধুরী।

'আমি কাউকে কখনো রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখি না। সে যেই হোক না কেন। সেবা, মায়া-মমতায় কাছে ডেকে নিতে পারি। এটা অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শেরেবাংলা একে ফজলুল হক এবং জননেতা জহুর আহমদ চৌধুরীর আদর্শের শিক্ষা। আমি যদি হারতাম- আমি জানি গরিব মানুষ রাস্তায় গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতো...'

সাপ্তাহিক ২০০০ : কিভাবে জিতলেন?

এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী : নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলে হারজিত তো থাকবেই। চট্টগ্রাম আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নগরী। এই নগরী সমৃদ্ধিশালী হলে সারা বাংলার মানুষের সম্মান বাড়বে। তাই এটাকে আমি মেয়র নির্বাচন হিসেবে নিইনি। চট্টগ্রামের আপামর জনগণের ভালোবাসা, আকাঙ্ক্ষা এবং নাগরিক অধিকার বাস্তবায়নের জন্য সাংবিধানিক দায়িত্ব হিসেবে দেখছি। চট্টগ্রামের ঐতিহ্য প্রাকৃতিক সম্পদ। এই সম্পদের সঠিক ব্যবহার হচ্ছে না বলেই আমরা পিছিয়ে আছি। আমি এটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছি এটা কোনো অহঙ্কার নয়। নির্বাচনে 'নরম্যালি' অংশগ্রহণ করে 'চ্যালেঞ্জ' হিসেবে নিয়েছি। আমি জিতেছি- এটা কিন্তু জোট সরকারের ডজন ডজন মন্ত্রীর প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রচারের বিরুদ্ধে জনতার রায়। আমার ধৈর্য আছে, মনোবল আছে, আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনকে বলি- আমি যেন চিন্তা, চেতনা, মানসিকতা মানবকল্যাণে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিজেকে সঁপে দিতে পারি। আমি মানুষের কাতারে ছিলাম- জনগণ তার মর্যাদা দিয়েছে। আমার পোস্টার ছাপিনি। শেষ মুহূর্তে কে ছেপেছে জানি না। মিডিয়াকে সরকার ইচ্ছেমতো ব্যবহার করেছে। আমার বিরুদ্ধে প্রচার করেছে শুধু মীর নাছিরের প্রয়োজনে। আমি কাউকে দোষারোপ করছি না। তবে মিডিয়াকে নিরপেক্ষ হতে হয়। আমি স্বাগত জানাই আমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে। আসুন আপনার মেধা, জ্ঞান নিয়ে।

২০০০ : আপনার রাজনৈতিক আদর্শ কে? কেন জনগণ আপনাকে এতো ভোটের ব্যবধানে নির্বাচিত করেছে বলে মনে করছেন? নিজের সমালোচনা কিভাবে করেন?

মহিউদ্দিন চৌধুরী : আমি কাউকে কখনো রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখি না। সে যেই হোক না কেন। সেবা, মায়া-মমতায় কাছে ডেকে নিতে পারি। এটা অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শেরেবাংলা একে ফজলুল হক এবং জননেতা জহুর আহমদ চৌধুরীর আদর্শের শিক্ষা। আমি যদি হারতাম- আমি জানি গরিব মানুষ রাস্তায় গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতো। আমি তো নিজেকে 'সেবক' বলেই মনে করি। জনগণকে আমি মায়া-মমতায় বুকে টেনে নিই, তারাও আমাকে বুকে টেনে নেয়। যদিও মাঝে মাঝে আমি ভীষণ উত্তেজিত হয়ে যাই, আবার মনে হয় যেন বরফের মতো গলে ছোট্ট শিশু হয়ে যাই। আমার চরিত্রের এ দিকটি আমাকে মাঝে মাঝে ভীষণ কষ্ট দেয়। কারো সঙ্গে দেখা হলে বা পরিচিত হলে আমি চেষ্টা করি গভীর মমতায় বুকে টেনে নিতে, ভুলে যাই তার সামাজিক বা রাজনৈতিক অন্য কোনো পরিচয়।

২০০০ : নির্বাচনে জয়ী হয়ে নিজের অবস্থানকে কিভাবে দেখছেন? নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি কতোটা বাস্তবায়ন করতে পারবেন?

মহিউদ্দিন চৌধুরী : এই নির্বাচন চট্টগ্রাম শহরকে সারা বিশ্বের মধ্যে উন্নত শহর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার পথ খুলে দিয়েছে। কোনো ব্যক্তি বা দলের সিনসিয়ারিটি থাকলে, আন্তরিকতা থাকলে অবশ্যই দেশের মঙ্গল হবে। বঙ্গবন্ধু প্রমাণ করেছেন দেশপ্রেম কাকে বলে। পরবর্তীতে সেই মহামানবের পথ আমরা কেউ অনুসরণ করিনি।

২০০০ : তবে কি আপনি দলের নেতাদের দায়ী করছেন?

মহিউদ্দিন চৌধুরী : দায়ী করছি না কাউকে। তবে আমরা কেউ বঙ্গবন্ধুর আদর্শের প্রতি বিশ্বস্ততা দেখাতে পারিনি। জাতির সঙ্গে আমরা 'বিশ্বাসঘাতকতা' করেছি। সে যেই হোক, বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি জনগণ ঠিকই দেয়। দলমত নির্বিশেষে সবাই মিলে দেশকে ভালোবেসে কাজ করলে জাতির অবশ্যই উন্নতি হবে। জাতি মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আত্মা শান্তি পাবে।

২০০০ : নিজেদের কেন বিশ্বাসঘাতক হিসেবে অভিহিত করছেন?

মহিউদ্দিন চৌধুরী : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবদ্দশায় বলা হয়েছে 'বঙ্গবন্ধু যেখানে, আমরা আছি সেখানে।' অথচ তাঁকে হত্যার পর তাঁর অসমাপ্ত কাজ কেউ এগিয়ে নেয়নি। তাই বলছি, আমি বা আমরা বিশ্বাসঘাতক। আন্তরিকতা থাকলে যতো কঠিন পলিসি হোক না কেন, ইমপ্লিমেন্ট করা কঠিন নয়।

২০০০ : এই আত্মবিশ্বাসই কি আপনাকে এতোটা পথ এনেছে? আপনার দলীয় সরকারের সময়েও আপনি যথাযথ সহযোগিতা পাননি বলে অভিযোগ করেছিলেন।

মহিউদ্দিন চৌধুরী : হ্যাঁ, আত্মবিশ্বাস এবং মনোবল থাকতেই হবে। আমার দুই টার্মে দুই সরকারের থেকেই অসহযোগিতা পেয়েছি। তবু কেবল মনের জোরে, আন্তরিকতার কারণে নানান প্রকল্প হাতে নিয়ে সেবাধর্মী পন্থায় করপোরেশনকে স্বাবলম্বী করেছি। মানুষের আপদে-বিপদে পাশে থাকার চেষ্টা করেছি। জনগণ যার যার ধর্ম মতে রোজা, মানত পালন করেছে। আমার এই ভাই-বোন, মা-মাসীদের কথা সৃষ্টিকর্তা শুনেছে। এটা আল্লাহর রহমত। জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটেছে আলাউদিনের আশ্চর্য প্রদীপের মতো।

২০০০ : আপনার সিটি গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি কী উদ্দেশ্যে? বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সরকারকে এ ধরনের দাবির মাধ্যমে বেকায়দায় ফেলে কতোটা লাভবান হবেন কাজ আদায়ের ক্ষেত্রে?

মহিউদ্দিন চৌধুরী : আমার সব কর্মকান্ড সবাইকে ব্যাখ্যা করতে চাই না এ মুহূর্তে। সিটি গভর্নমেন্টের মাধ্যমে মানবসেবার যতোগুলো দিক আছে জনগণের দরজায় পৌঁছে দিতে চাই। বিদ্যুৎ, পানি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিকল্পিতভাবে সম্পদের ব্যবহার- সবকিছু সিটি গভর্নমেন্টের আওতায় আনা সম্ভব। সরকার মেনে নিলেই যেকোনো মুহূর্তে কাজ শুরু হয়ে যাবে। আমার কর্মকান্ডের মধ্যে এর শতকরা ৩০ ভাগ হয়ে গেছে, বাকিটাও সম্ভব। বিশাল সেবামূলক কর্মকান্ডের সমন্বিত রূপ, নানাবিধ পরিকল্পনার গঠনমূলক রূপও এর অন্তর্ভুক্ত। হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন 'এটা কি আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ, কী করে সম্ভব?' হ্যাঁ, নির্বাচনের মাধ্যমে প্রমাণ হয়েছে, কী করে সম্ভব হতে পারে। শত বাধা, নির্যাতন, জেল-জুলুম, হত্যা, জালিয়াতি, ব্যালট জালিয়াতি, ক্ষমতার দাপট সবই তুচ্ছ হয়ে গেলো গণরায়ে।

'সিটি গভর্নমেন্টের মাধ্যমে মানবসেবার যতোগুলো দিক আছে জনগণের দরজায় পৌঁছে দিতে চাই। বিদ্যুৎ, পানি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিকল্পিতভাবে সম্পদের ব্যবহার- সবকিছু সিটি গভর্নমেন্টের আওতায় আনা সম্ভব। সরকার মেনে নিলেই যেকোনো মুহূর্তে কাজ শুরু হয়ে যাবে। আমার কর্মকান্ডের মধ্যে এর শতকরা ৩০ ভাগ হয়ে গেছে, বাকিটাও সম্ভব...'

২০০০ : আপনি কাউকে অভিযুক্ত করছেন কি?

মহিউদ্দিন চৌধুরী : আমি কাউকে অভিযুক্ত করছি না। তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশে এমন ঘটনা হতেই পারে। তবে এই গরিব দেশের মানুষ যেন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে আমার আমৃত্যু সর্বাত্মক চেষ্টা থাকবে সেটাই। সবাই হতাশ ছিল ৪০-৫০ থেকে কয়েকশ' লোক বাস-মাইক্রোবাস থেকে নেমে বিভিন্ন কেন্দ্রে ঢুকে ব্যালটে সিল মেরে বাক্সে ভরেছে। আমার ছেলে মেয়েকে মেরেছে অকারণে। নিরীহ কর্মীদের, ভোটারদের তাড়িয়েছে, নির্যাতন করেছে, সন্ত্রাস করেছে পুরো সেক্টরে।

২০০০ : আপনার পরিকল্পনা সরকারের কাছে পেশ করেছেন? কিভাবে ভাবছেন?

মহিউদ্দিন চৌধুরী : বহুমুখী পরিকল্পনা রয়েছে। সরকার আঁৎকে উঠবে। ক্ষমতায় যারা থাকে তারা রাজধানীকেন্দ্রিক ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করে রাখে। বিকেন্দ্রীকরণে বিশ্বাস করেন না। ভয় পায়। তবে আমি একটি এলাকাকে, একটি শহরকে বঙ্গবন্ধুর কর্মকান্ডের প্রতিফলন ঘটিয়ে সেই আদর্শের আলোকে গড়ে তুলবো। হয়তো সফল হবো কিংবা নাও হতে পারি। যতো চাপেই থাকি... চেষ্টা অব্যাহত রাখবো।

২০০০ : বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্য কখনো পেয়েছেন?

মহিউদ্দিন চৌধুরী : কম বয়সী ছিলাম, বেশি কথা বলতাম, উল্টাপাল্টা স্লোগান দিতাম। একবার সন্দ্বীপে যাবার পথে স্টিমারে ছিলাম। তিনি কেবিনে ঢুকে বসলেন আমাদের সঙ্গে নিয়ে। জার্নি তেমন সহ্য হতো না। তার পা টিপছিলাম। সুলতানা জুটমিলের মালিকের সঙ্গে কথা বলছিলেন, আমরা কথা বলতে পারছিলাম না। বললেন, 'আমাকে সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে হবে তো। তোরা এতো হৈ-চৈ করছিস্ কেন? গরিব বড়লোক যে-ই হোক, সবাই তো কথা বলবে আমার সঙ্গে।' প্রশ্ন করলাম, 'আপনি চট্টগ্রাম এলে লাল টয়োটা গাড়িতে চড়ে রাতে কেন সাকা চৌধুরীর গুড্স হিলের বাড়িতে যান কেন?' বললেন 'দ্যাখ্, সবার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে আমাকে চলতে হবে। সবাই তো আমার দেশের মানুষ। এরা যদি ইউনাইডেট হয়ে যায় আমার বিরুদ্ধে, তাহলে আমাদের জাতীয়তাবাদী চেতনা ধরে রাখতে পারবো না। রাজনীতি একপেশে হওয়া ঠিক না। পরিকল্পনা থাকবে বাস্তবায়নের জন্যে অনেক অনেক ঝুঁকি নিতে হবে। তাই এরা ইউনাইটেড হলে জাতীয় স্বার্থে সেটা শুভ হবে না।' শেষ পর্যন্ত অশুভ শক্তি দখল করে নিলো দেশ!

২০০০ : বঙ্গবন্ধুর সেই 'সাবধানতা' বাস্তবে কাজ দিয়েছে, আপনিও কি একই সাবধানতা অনুসরণ করছেন?

মহিউদ্দিন চৌধুরী : রাজনীতিতে 'এগ্রেসিভ' হওয়া যে ঠিক না এটা বঙ্গবন্ধুই বলেছেন । পাকিস্তান আমলের এ কথাগুলো কিছু মনে পড়ছে। তিনি 'হুদায়বিয়ার সন্ধি'র উদাহরণ দিতেন। তবে আমি ষড়যন্ত্র ১০০% বুঝতে পারি। এসব থাকবে। আমার চারপাশের অবস্থান সম্পর্কে আমি সতর্ক।

২০০০ : সরকারের সঙ্গে সরাসরি দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হচ্ছেন কেন?

মহিউদ্দিন চৌধুরী : কিছু দ্বন্দ্ব থাকবে তা যে কোনো সরকারের সঙ্গেই। তবে তেমন 'কনফ্রন্টেশন' হবে না মনে হয়, আমি তো বরাদ্দ বা অনুদান চাইছি না- শুধু প্রকল্পের অনুমতি চাইছি, সেটা তো দিতে হবে।

২০০০ : চট্টগ্রাম বন্দর বন্ধ করার হুমকি দিচ্ছেন কেন?

মহিউদ্দিন চৌধুরী : সেটা কথার কথা। বন্দর বন্ধ করলে আমরা যাবো কোথায়? এটাই আমাদের উপার্জন একমাত্র আয়। তবে জনগণের দাবি আদায় করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ। একটি এলাকা থেকে দেশের অর্থনীতির সিংহভাগ অর্জন করবে অথচ অবকাঠামোগত কোনো উন্নয়নই হবে না-

এটা তো হয় না। অনেক অপবাদ দেয়া হবে এই এলাকাবাসীকে। তাই আমি একটা মডেল তৈরি করতে চেয়েছি- সঠিক উন্নয়ন প্রচেষ্টার মাধ্যমে।

২০০০ : এতে আপনি সরকারের প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছেন কি?

মহিউদ্দিন চৌধুরী : না, না, তা হবে কেন? দেশটাকে সাজাবো সুন্দর করে। এতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কী আছে? দেশের স্বার্থে সবাইকে উদারভাবে এগিয়ে আসতে হবে। আমি এলাকার জনগণের তাদের মেধার অধিকার বাস্তবায়ন করছি। সেই স্বাধীনতা আমাকে দিতে হবে। এতে সরকার লাভবান হবে। বিশ্বে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে প্রমাণ করবো- ইচ্ছা থাকলে কতো সুন্দর দেশ গড়া যায়।

২০০০ : রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ধারাবাহিকতায় চলে এলেন। নগর পিতার ভূমিকায় সমালোচিত হচ্ছেন দুর্নীতির অভিযোগে। কিভাবে খন্ডন করবেন এ অভিযোগ?

মহিউদ্দিন চৌধুরী : কেউ তো সমালোচনার উর্ধ্বে নয়, আমিও নাই। জনস্বার্থে কাজ করেছি, বারবার হয়রানিমূলক মামলায় জড়ানো হচ্ছে। উচ্চ আদালতে এখনো কোনো অভিযোগই প্রমাণ হয়নি। 'ষড়যন্ত্রমূলক মামলা' সবাই জানে।

২০০০ : বঙ্গবন্ধু হত্যার পর পলাতক ছিলেন। কী করেছেন?

মহিউদ্দিন চৌধুরী : পালিয়ে যেতে হয়েছে। মা মারা গেছেন, আমার দেখা পাননি শেষ মুহূর্তে। আমি মাটি দিয়েছি লুকিয়ে তার কবরে। কলকাতা সিটি করপোরেশনের আবর্জনার গাড়িতে চাকরি করেছি ২০০ টাকা মাসিক বেতনে। আরো অনেকে তখন ওখানে পলাতক। তাদের সঙ্গে নিয়ে কষ্ট করে ঐ ২০০ টাকা বেতনে খেয়েছি, থেকেছি। আমার মা তার গয়না তুলে দিয়েছিলেন আমার হাতে- রাজনীতির জন্যে। তখন কি আর এতো টাকা ছিল রাজনীতিবিদদের হাতে? কমার্স কলেজে নির্বাচন। বড় ভাই তার বিয়ের আগে বালিশের নিচে ১ হাজার টাকা রেখেছে- সেটা নিয়ে খরচ করে ফেলেছি নির্বাচনের কাজে। আজ সবাই নেতৃত্বের সামনের সারিতে!

২০০০ : আপনি রাজনীতিতে কাউকে কি প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবেন?

মহিউদ্দিন চৌধুরী : রাজপথে আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে উঠে আসবে গণমানুষের নেতা। এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রশ্ন নেই। মানুষের হৃদয়সিক্ত ভালোবাসা অর্জন করে নিতে হয়। দীর্ঘদিনের সংগ্রাম, মেধা, শ্রম এবং অন্তরের ভালোবাসা দিয়ে।

২০০০ : তৃতীয়বারের মতো বিপুল ভোটে জয়ী, দায়িত্ব বাড়িয়ে দিলো কি? কঠিন হয়ে গেলো কি আগের চেয়ে?

মহিউদ্দিন চৌধুরী : দায়িত্ব কঠিনও বলা যায়, সহজও বলা যায়। আমি ঘণ্টায় ১০০ ফাইল দেখতে পারি, কয়েক রাত না ঘুমিয়ে থাকতে পারি। আমার তো এখন ঘুম নেই। এতোজন আমাকে ভালোবেসে দেখতে আসছে, অভিনন্দন জানাচ্ছে। রাত ৩টা বাজে শুতে, ভোরে উঠে যাই আবার।

২০০০ : নিজেকে জনগণের সামনে কিভাবে দেখতে চান?

মহিউদ্দিন চৌধুরী : জনগণেরই একজন হিসেবে। ওরা তো আমাকে আওয়ামী লীগ হিসেবে ভোট দেয়নি। সাধারণ রিকশাচালক, ট্যাক্সিচালক, সেবক, সবার একজন আমি- তাদের সেই ভালোবাসা আর বিশ্বাসে শক্ত ভিত আমার একমাত্র শক্তি। চূড়ান্ত লক্ষ্যে আমাদের পৌঁছাতেই হবে। I'm one kind of mad- সবাই বলে।

'ক্ষমতায় যারা থাকে তারা রাজধানীকেন্দ্রিক ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করে রাখে। বিকেন্দ্রীকরণে বিশ্বাস করেন না। ভয় পায়। তবে আমি একটি এলাকাকে, একটি শহরকে বঙ্গবন্ধুর কর্মকান্ডের প্রতিফলন ঘটিয়ে সেই আদর্শের আলোকে গড়ে তুলবো। হয়তো সফল হবো কিংবা নাও হতে পারি। যতো চাপেই থাকি... চেষ্টা অব্যাহত রাখবো'

২০০০ : নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন কি?

মহিউদ্দিন চৌধুরী : এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমার প্রাপ্য সিকিউরিটি ফোর্স তুলে নিয়েছে। আমি জানি তারা আর করবেও না এ ব্যবস্থা।

২০০০ : আপনার ব্যক্তিত্বের বিশেষ দিক যা আপনাকে গণমানুষের নেতার মর্যাদা দিয়েছে- নির্ঘুম, অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে মানব কল্যাণ। নিরাপত্তা নিশ্চিত না হলে আপনার জীবনের ঝুঁকি তো থেকেই যাবে।

মহিউদ্দিন চৌধুরী : Nothing to do.

১৯৯৪ সালে ওপেন হার্ট সার্জারির পর নানান শারীরিক জটিলতায় ভুগছেন। তবু হজ কাফেলায় হাজিদের খাওয়া, থাকা, যাবতীয় দেখাশোনার ভার নিজে তদারক করেন। নিজ হাতে বিশাল বিশাল ডেকচিতে খিচুড়ি রেঁধে প্যাকেট করে সবার হাতে পৌঁছান।

নির্বাচনের সময় বিভিন্ন অপপ্রচারের সম্মুখীন হয়েছেন মহিউদ্দিন। মেয়র পত্নী হাসিনা মহিউদ্দিন সাপ্তাহিক ২০০০কে বললেন, 'কী করে বোঝাবো আমার অনুভূতি? এতো মিথ্যে প্রচার, কুরুচিপূর্ণ লিফলেট দেখেছি- কিছু বলিনি কাউকে। মনে ভীষণ কষ্ট হয়েছে তবু সয়ে নিয়েছি। এবার জনসংযোগে গিয়ে বুঝেছি মানুষের কাছে পৌঁছাতে হলে অনেক বড় মন নিয়ে দেখতে হবে, ওনার বড় মন দিয়ে মানুষকে কাছে টেনেছেন বলেই জয় অর্জিত হয়েছে। প্রত্যেকে বলেছে হারিকেন তো আমাদের মনের ভেতর।'

তিনি আরো বলেন, 'প্রতি শুক্রবার জুমার নামাজের পর ৫ শতাধিক টোকাই সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢোকেন মেয়র। তাদের খাওয়াতে খাওয়াতে বিকেল গড়িয়ে যায়। শুক্রবার কমপক্ষে ৮০ কেজি চাল প্রয়োজন হয়। দিনে ৩০ কেজি রাঁধতে হয় সাধারণত। এ বাড়ির দরজা সবার জন্য উন্মুক্ত।'

মেয়রের শারীরিক সমস্যা প্রসঙ্গে হাসিনা মহিউদ্দিন বললেন, 'আমি তো মনে করি মানুষের সেবা-যত্ন করার কাজে আল্লাহ ওকে আলাদা হার্ট দিয়েছে বুকের ভেতর। সেটাই ওকে বাঁচিয়ে রেখেছে। দুইটা হার্টের কারণেই ওর কতো পরিশ্রম সয়ে যাচ্ছে অনেক। ওর মনমানসিকতা অন্যরকম উদার, ওর এতো দৃঢ় মনোবল শারীরিক বা কাজের চাপ- কোনোটা নিয়েই তাই আর চিন্তিত নই। আমি রেঁধে- বেড়ে মানুষকে খাওয়াই সত্যি, তবে কার ভেতরে কি আছে- সবই বুঝি।' হাসিনা স্বীকার করলেন মেয়র মহিউদ্দিনের শিশুসুলভ সংযত আচরণ অনেকে দুর্বলতা মনে করে।

এবারের সিসিসি নির্বাচনের আগ মুহূর্তে মেয়র মহিউদ্দিনের চারপাশের বিরাট অংশ ধরে নিয়েছে, মেয়র জিততে পারবেন না। ক্ষমতাসীন চারদলীয় জোট যেভাবেই হোক ফলাফল তাদের পক্ষে নিয়ে যাবে। মীর নাছিরের সঙ্গে দেখা করে, বারবার মিটিং করে তারা এদিককার সব ধরনের খোঁজখবর দিয়ে দেয় ওদিকে। চরম বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হচ্ছিলেন মেয়র। করপোরেশনের ৮০% কর্মচারী এতে যুক্ত ছিলেন বলে জানা যায়। নির্বাচনে মেয়র মহিউদ্দিনের রায়ের পর আবার এই বিশ্বাসঘাতকের দলটিই হুমড়ি খেয়ে পড়ে মেয়রের বাসভবনে।

৯ মে নির্বাচন শেষে ১০ মে ভোর সাড়ে ছয়টায় চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা হয়। সকাল ৭টা থেকে যথারীতি পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু হয়। পোস্টার, ব্যানার তোলা হচ্ছে সেবক দলের পরিচ্ছন্নতা অভিযানে। মেয়রের নির্দেশে শুরু হয়ে গেছে নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা অভিযান।